দৈনিক ইত্তেফাক

55

তারিখ 23 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষায় বৈষম্য, অনিয়ম ঃ কেবলই পিছিয়ে পড়ছে মফস্বলের শিক্ষার্থীরা

রাফেয়া আবেদীন

সীমাহীন নৈরাজ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এ চিত্র আরও করুণ। গত মাসে সারাদেশে অনুষ্ঠিত হলো এস,এস,সি পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরু থেকে শেষদিন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকহারে গণটোকাটুকির খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের রসালো কিন্তু মর্মান্তিক কিছু খবরও আমরা পেলাম। অধিকাংশ খবরই মফস্বলের। প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকল-প্রবণতা যেন আমাদের ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে। গত ক'বছর ধরে এমনটাই চলে আসছে। ঢাকা এবং দেশের কয়েকটি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া সর্বত্রই পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। অথচ দেশের সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রীই লেখাপড়া করে মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। মাধ্যমিক স্তরে এই বিপর্যয় জাতিকে কোন্‌দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এস,এস,সি পরীক্ষা নিয়ে জাতীয় দৈনিকগুলোয় যে সমস্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে তা অত্যন্ত ভীতিকর। পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর "এসএসসি পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ লাভের জন্য পরীক্ষার্থীরা একজন প্রধান শিক্ষকের নিকট প্রতিজনে ২০০ হইতে ২৫০ টাকা প্রদান করিয়াও নকল করিতে না পারায় এবং নকল করিতে গিয়া বহিষ্কার হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা এখন সেই টাকা ফেরত চাহিতেছে বলিয়া এক অভিনব ঘটনার খবর জানা গিয়াছে। ঘটনাটি ঘটিয়াছে নেত্রকোনা জেলার গুজিরকোনা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে। গুজিরকোনা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরীক্ষায় নকলের সুবিধা দিবে এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে টাকা দিতে হইবে বলিয়া পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে ২০০-২৫০ টাকা 'সুবিধা ফি' আদায় করে।" (সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক ৩০ এপ্রিল'৯৮)। একই দিনের পত্রিকায় আরও একটি অব্যবস্থার খবর প্রকাশিত হয়েছে -রংপুরে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কম সরবরাহ করায় নয়টি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র ফটোষ্ট্যাট করে পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষায় নৈরাজ্য নিয়ে আরও অভিনব সংবাদ ইতিমধ্যে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। যে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এহেন অবস্থা সে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতি বছর হাজার হাজার সার্টিফিকেট উগরে দেবে শুধু। এই পরিসংখ্যান 'শিক্ষার হার' বৃদ্ধির (?) পাশাপাশি জাতির দুর্দশাকে আরও ত্বরান্বিত করবে। এতদিন দেখা গেছে, নকলের দায়ে ছাত্ররাই বহিষ্কৃত হয়। এখন এতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ছাত্রদের নকল সরবরাহ এবং নকলের 'নিরাপদ পরিবেশ' সৃষ্টির অভিযোগে শিক্ষকরাও বহিষ্কৃত হচ্ছেন বেশুমার। চরম নৈরাজ্য ছাড়া একে আর কি বলা চলে। কিছু স্বার্থান্বেষী শিক্ষকের জন্যে নিন্দিত হচ্ছেন গোটা শিক্ষক সমাজ, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এই যে দুর্নীতি, অব্যবস্থা তার অনুকূল পরিবেশ হচ্ছে মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষামানের যে চরম অধোগতি তা ঢাকা শহরে বসে অনুমান করা কঠিন। কারণ সেখানকার চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বড় শহরগুলোয় উচ্চ শিক্ষিত, বিত্তবানদের সন্তানেরা শিক্ষার জন্যে পাচ্ছে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। রাষ্ট্রও তার জন্যে দিচ্ছে বিস্তর সুবিধা। অন্যদিকে, মফস্বলে স্বল্প আয়ের মানুষ, সাধারণ মানুষের সন্তানদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই যে আকাশ-পাতাল বৈষম্য তা টিকিয়ে রেখে দেশ কখনই এগুতে পারবে না। মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যে চেহারার সাথে আমরা পরিচিত তাহলো চেয়ার আছে, টেবিল নেই, বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি নেই, লাইব্রেরীতে বই নেই, সর্বোপরি ভালো শিক্ষক নেই। ঢাকা ছাড়া মূলতঃ গোটা বাংলাদেশই মফস্বল। শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়মের যে সমস্ত খবর আমরা পাই তা সিংহভাগ মফস্বলেরই। সেখানে কোমলমতি ছাত্রদের নকল প্রবণতা এই হারে বেড়েছে যে, পরীক্ষা কেন্দ্রেও নকল করতে অসুবিধা হবে না, এই মানসিকতায় হাজার হাজার পরীক্ষার্থী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া থেকে বিরত থাকে। মফস্বলে মেধাবী পরীক্ষার্থীর হার ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে সেটা কি আমরা লক্ষ্য করেছি? গত দশ বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যাবে মফস্বলের শিক্ষার্থীরা ঢাকার শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারছে না। পঁচিশ বছর আগেও দেখা যেতো বোর্ডের সেরা ছাত্রটি দূর মফস্বলের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। কিন্তু দৃশ্যপট এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রত্যেকেই ঢাকার গুটিকয় নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা ক্যাডেটের। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা। সাধারণ মানুষের সন্তানেরা প্রতিযোগিতায় কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছে। মফস্বলের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আসলে আমরা আদৌ মনোযোগী নই।

> "এসএসসি পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ লাভের জন্য পরীক্ষার্থীরা একজন প্রধান শিক্ষকের নিকট প্রতিজনে ২০০ হইতে ২৫০ টাকা প্রদান করিয়াও নকল করিতে না পারায় এবং নকল করিতে গিয়া বহিষ্কার হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা এখন সেই টাকা ফেরত চাহিতেছে বলিয়া এক অভিনব ঘটনার খবর জানা গিয়াছে। ঘটনাটি ঘটিয়াছে নেত্রকোনা জেলার গুজিরকোনা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে। গুজিরকোনা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরীক্ষায় নকলের সুবিধা দিবে এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে টাকা দিতে হইবে বলিয়া পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে ২০০-২৫০ টাকা 'সুবিধা ফি' আদায় করে।" (সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক ৩০ এপ্রিল'৯৮)।

দীর্ঘদিনের নির্লিপ্ততা, আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মফস্বলের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে। স্বাধীনতার ২৬ বছরেও দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাহীন অব্যবস্থা, বৈষম্য, দুর্নীতি বিদ্যমান। সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিচ্ছন্নতা আশা করা কঠিন। তবু একথা বলতেই হয় দেশের সিংহভাগ শিক্ষার্থীকে সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে জাতি বেশীদূর এগুতে পারবে না। এ বিষয়টি উপলব্ধি করা জরুরী।

পাদটীকাঃ প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ পরীক্ষায় অনিয়ম রোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় করণীয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছে বলে পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। দেখা যাক, কর্তৃপক্ষ কি ধরনের পদক্ষেপ নেন, আর আমরা কতটা আশ্বস্ত হতে পারি। ❑